??????????: বরিশাল প্রতিনিধি: দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। পদ্মাসেতুর সফলতার পর এবার বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর ওপর নির্মিত হতে যাচ্ছে দেশের আরেকটি বৃহৎ সেতু। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। নতুন এই সেতুটি নির্মিত হলে ঢাকা থেকে বরিশালের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সহজ ও দ্রুত হবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সেতুটি হবে চার লেনের এবং এর নকশা করা হবে আধুনিক স্থাপত্যশৈলী মেনে। এতে পথচারীদের জন্য আলাদা লেন এবং নদীর সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বিশেষ ভিউপয়েন্ট থাকবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, বরং পুরো দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই খবরে খুশির জোয়ার বইছে। তারা বলছেন, এই সেতু নির্মিত হলে তাদের কৃষিপণ্য সহজে ঢাকায় পাঠানো সম্ভব হবে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া পর্যটন শিল্পেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের আগমন আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে পরিবেশবাদীরা সতর্ক করেছেন যে, সেতু নির্মাণের সময় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং আশেপাশের পরিবেশ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তারা টেকসই উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকল্প পরিচালক আশ্বস্ত করেছেন যে, পরিবেশগত সমীক্ষা শেষ করেই মূল কাজ শুরু হবে।

আগামী অর্থবছরেই এই মেগা প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং তিন বছরের মধ্যে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সেতুটি দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের ইতিহাসে একটি নতুন মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।